আদমের অনুরূপ সহকারিণী

আদিপুস্তক ২ অধ্যায় ১৮-২৫পদ

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আদিপুস্তক ২ অধ্যায় থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, কত চিন্তা করে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কেবল মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা নয়; কিন্তু মানুষের জীবনকে প্রাচুর্যপূর্ণ ও উপভোগ্য করতে ঈশ্বর মানুষের প্রতি আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছেন। তিনি প্রথমে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন (২.২-৩)। তারপর তাদের বসবাসের জন্য ঈশ্বর নিজের হাতে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এদোন উদ্যানের নির্মাণ করেছেন (২.৮-১৪)। তারপর জীবনকে প্রকৃত অর্থে উপভোগের জন্য ঈশ্বর তাদের কাজের ব্যবস্থা করেছেন (২.১৫, ১৯-২০)। এখানেই শেষ নয়, ঈশ্বর উপলব্ধি করলেন, মানুষ কেবল তখনই প্রকৃত সুখ উপভোগ করবে, যখন সে পাবে স্বাধীনতা। তাই, নিজের পছন্দ অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতা ঈশ্বর মানুষকে দিলেন (২.১৬-১৭)। এর থেকে মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ চিন্তা ও ভালবাসা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। কিন্তু এখানেও শেষ নয়; ঈশ্বর যখন মানুষের ভালোর জন্য চিন্তা করলেন, তিনি দেখলেন মানুষের আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজন আছে -- একাকীত্বের পরিবর্তে বন্ধুত্ব বা সহভাগিতা। আজ আমরা এ বিষয়েই শিখব।

আদিপুস্তক ২.১৮-২৫ থেকে আজ আমরা দেখব ঈশ্বর কীভাবে নর থেকে নারীকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের একাকীত্ব দূর করলেন। আগামী সপ্তাহে আমরা এই একই অংশের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বিবাহ সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা কী, তা দেখব। ঈশ্বর আমাদের কতখানি ভালোবাসেন, আসুন, তা আরও একবার উপলব্ধি করি।

১। আদমের একাকীত্ব – ১৮ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, ***"মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়।"*** ১ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর ৬ দিনে কী কী সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম দিনে, আলো সষ্টি করার পর তিনি আলোকে উত্তম দেখেছিলেন (১.৪)। তৃতীয় দিনে, জল থেকে মাটিকে পৃথক করে, ঈশ্বর মাটিতে বিভিন্ন গাছ উৎপন্ন করার পর, তা দেখে তিনি উত্তম বলেছিলেন (১.১২)। চতুর্থ দিনে, আকাশে বিভিন্ন জ্যোতির্গণকে সৃষ্টি করেও ঈশ্বর উত্তম আখ্যা দিয়েছিলেন (১.১৮)। পঞ্চ ম দিনে, জলে বিভিন্ন মাছ ও আকাশে পাখীদের সৃষ্টি করেও ঈশ্বর সে সকলকে উত্তম বলেছেন (১.২১)। ষষ্ঠ দিনে, ঈশ্বর বিভিন্ন পশু, সরীসৃপ, বন্যপশু ও মানুষ সৃষ্টি করেন। ১.২৭ পদ অনুসারে, ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী করে সৃষ্টি করেন। ষষ্ঠ দিনে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেন এবং তাঁর নিজের নির্মিত বস্তুসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন, *"অতি উত্তম"* (১.৩১)। এর আগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে যে দৈনিক সৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে তার মধ্য থেকে কয়েকটি সৃষ্টিকে বেছে নিয়ে, তাদের সৃষ্টির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাই, ২ অধ্যায়ে আদম থেকে তার স্ত্রীর সৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা আদমের সৃষ্টির অনেক মাস বা বৎসর পরে নতুন কোন সৃষ্টির বর্ণনা নয়। ষষ্ঠ দিনেই ঈশ্বর আদমের স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। যার ফলস্বরূপ, ৬ দিনে ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টি শেষ করে ৭ম দিনে সৃষ্টিকার্য থেকে বিশ্রাম নেন। আদি ৫ অধ্যায়ে আদমের বংশাবলি-পত্রের বর্ণনা দিতে গিয়েও এই একই কথা বলা হয়েছে, ***"যে দিন ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি করেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যেই তাকে নির্মাণ করেন, পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদের সৃষ্টি করেন . . ."*** (৫.১-২)। অর্থাৎ, ষষ্ঠ দিনে, পশু ও সরীসৃপদের সৃষ্টি করার পর, ঈশ্বর মাটি দিয়ে প্রথমে পুরুষকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু কেবল পুরুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর উপলব্ধি করলেন, তাঁর সব ভাল সৃষ্টিতে আদমের একাকীত্ব ভাল নয়। তাই, ষষ্ঠ দিনেই ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করে, তার পাঁজর থেকে তার স্ত্রীকে নির্মাণ করলেন এবং দিনের শেষে ঈশ্বর সকলই অতি উত্তম দেখলেন।

ঈশ্বর বললেন, ***"মানুষের একা থাকা ভাল নয়।"*** আদম কি সত্যই একা ছিল? আদমের সব ছিল। তাঁর ছিল

না খাদ্য, বস্ত্র বা বাসস্থানের জন্য মাথাব্যথা। সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ ও জলে পরিপূর্ণ এদেন উদ্যানে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে;এ ছাড়াও সেখানে ছিল সমস্ত ধরণের সজীব প্রাণী, যাদের নামকরণের দায়িত্বও আদমকে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর এ সমস্তের উপর মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, তখনও পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ না করায়, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ছিল অবাধ মেলামেশা। এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও, আদম ছিল একা। কারণ, আদমের সমপর্যায়ে, আদমের ন্যায় হুবহু কেউ ছিল না। ঈশ্বর সৃষ্ট জগতের কোন বিষয়ই মানুষের সমপর্যায়ের নয়; কারণ ঈশ্বর তাদের সকলের উপর মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই, আদমের একাকীত্ব ঈশ্বরের দৃষ্টি এড়ায়নি।

অন্যদিকে, মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করায়, ত্রিত্ব-ঈশ্বর মানুষকে নিজের একটি বৈশিষ্ট্য ভোগ করার সুযোগ দিলেন। আমাদের ঈশ্বর এক ও একমাত্র হয়েও ৩ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা করেন -- পিতা, পুত্র ও পবিত্র-আত্মা। অনাদি অনন্তকাল ধরে এক ঈশ্বরের এই ৩ ব্যক্তিদের মধ্যে ভালবাসা ও গৌরবের আদান প্রদান বর্তমান। অর্থাৎ, ঈশ্বর আপন সত্ত্বায়, এই ৩ ব্যক্তির মধ্যে সহভাগিতা উপভোগ করেন। এখন, এমন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে, মানুষকেও সহভাগিতা তথা ভালবাসা-সম্পর্কের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। মানুষ নিজে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে যখন অন্য কোন মানুষকে দেখে, যেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তখন সে আরও ভাল করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়।

২। অনুরূপ সহকারিণী – তাই, ঈশ্বর স্থির করলেন, ***"আমি তার জন্য তার অনুরূপ সহকারিণী (সাহায্যকারী) নির্মাণ করি"*** (১৮ পদের শেষাংশ)। হিব্রু ভাষায় "সহকারিণী" শব্দের জন্য *ezer* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শব্দটির ভুল ব্যখ্যা করা হয়ে থাকে। সাহায্যকারী শব্দের দ্বারা পুরুষকে কেবল সাহায্য করার জন্য স্ত্রীর অস্তিত্বকে তুলে ধরা হয়। এর অর্থ স্ত্রী হল পুরুষের জুনিয়র পার্টনার। মহৎ পুরুষের মহৎ কাজে কখনও কখনও তার হাতে যন্ত্র এগিয়ে দেবার জন্য বা চা-কফি বানানোর জন্য, 'যোগার' হিসাবে স্ত্রীর প্রয়োজনকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবে, *ezer* শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরকে পর্যন্ত ইস্রায়েলের সাহায্যকারী (গীত ৪৬.১) হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরকে কি কখনও আমরা ইস্রায়েলের 'যোগার' হিসাবে চিন্তা করব?

"অনুরূপ" *(suitable)* শব্দের অর্থ সমকক্ষ বা মানানসই বা পরিপূরক। নারী কোনক্রমেই "নীচতর প্রাণী" নয়। নারী যদি পুরুষের তুলনায় নীচু মানের প্রাণী হত, তাহলে, আদমের একাকীত্ব কখনও দূর হত না। এখানে কোন বড় বা ছোট বলে কিছু নেই। উভয়েই একই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট (১.২৭);উভয়েই সৃষ্টির উপর আধিপত্য লাভ করেছে (১.২৯)। তাই, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শারিরিক, মানসিক ও আবেগগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা, ক্ষমতা ও গৌরবের অধিকারী।

৩। ঘোর নিদ্রা – ২১ পদে বলা হয়েছে যে, আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করে ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করেন। এর দ্বারা খুবই স্পষ্ট যে নারীর সৃষ্টিতে পুরুষ বা আদম কোনরূপ অংশ নিতে পারেনি। নারীর চোখের রং কী হবে বা তার উচ্চতা কত হবে, সে বিষয়ে আদমের কোন পরামর্শই ঈশ্বর গ্রহণ করেননি। সত্যি আশ্চর্য লাগে, এই কথা ভেবে যে, সে যদিও আদমের সহকারিণী হবে;তথাপি তার সৃষ্টিতে আদম কোনভাবে অংশ নিতে পারেনি। কারণ, ঈশ্বর আদমকে এতখানি ভালবাসতেন (যেমন তিনি আমাদের ভালবাসেন) যে, আদমের জন্য সবথেকে ভাল অনুরূপ সহকারিণী কে, তা আদমের থেকে ঈশ্বরই বেশি ভাল জানতেন। ঈশ্বর যেমন নিজের হাতে মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেছিলেন; ঠিক তেমনই, ঈশ্বর নিজে আদমের পাঁজরের হাড় দিয়ে তার স্ত্রীকে তৈরী করলেন। উভয়েই সরাসরি ঈশ্বরের হাত থেকে সৃষ্ট হওয়ায়, উভয়েই কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম।

৩। পঞ্জর – ২১ ও ২২ পদে বলা হয়েছে যে, নিদ্রামগ্ন আদমের পাঁজর থেকে একটি হাড় নিয়ে ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর নারীকে আদমের "যোগ্য সাহায্যকারিণী" হবার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, আদমের দাসী

হবার জন্য নয়। এই কারণেই তাকে আদমের অন্য কোন অংশ থেকে সৃষ্টি না করে, পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ম্যাথু হেন্‌রী এমন কথা বলেছেন, "আদমের উপর আধিপত্য করার জন্য মাথা থেকে তার সৃষ্টি হয়নি, পদদলিত হবার জন্য পা থেকেও সৃষ্টি হয়নি, তার সৃষ্টি হয়েছিল বক্ষ থেকে, আদমের সঙ্গে সমতুল্য হবার জন্য।" আবার, পঞ্জর তথা হৃদয়কে মানুষের জীবনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কোন একটি বিশেষ কাজ করার জন্য আদমের কোন এক বিশেষ অঙ্গ থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়নি (মালবহন করার জন্য কাঁধ থেকে, বা পথ চলবার জন্য পা থেকে, বা সন্তান তৈরী করার জন্য যৌন-অঙ্গ থেকে!)। পরিবর্তে, নারীকে আদমের শরীরের কেন্দ্র থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আদমের সমতুল্য হবার জন্য, আদমের ন্যায় সকল বিষয়ে সকল কাজ করার জন্য।

৪। অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস --- আদমের যখন ঘুম ভাঙল, আদম আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, সন্তোষে পরিপূর্ণ হল। আদমের কাছে নারী ঈশ্বর দত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার। আদমের একাকীত্ব ঘুচাতে স্বয়ং ঈশ্বর তার জন্য "যোগ্য সাহায্যকারিণীকে" উপহার দিয়েছেন। তার সঙ্গে ঝগড়া করা নয় বা তাকে দেখে লজ্জা পাওয়াও নয়; নিষ্পাপ আদমের জন্য ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া নিষ্পাপ হবাকে দেখে আদম তার আবেগকে চেপে রাখতে পাড়ল না। আদম বলল, ***"এবার হয়েছে, এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; এর নাম নারী হবে, কারণ এ নর থেকে গৃহিত হয়েছে"*** (২৩ পদ)। হিব্রু ভাষায় "অস্থির অস্থি" কথার দ্বারা রক্তের সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা নর ও নারী সমান মর্যাদার অধিকারী, তারা একে অন্যের জন্য সৃষ্ট *(made for each other)*।

ঈশ্বর মানুষের একাকীত্বকে দূর করতে নিজের প্রতিমূর্তিতে স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। আমরা কি কখনও এমন পৃথিবী কল্পনা করে দেখেছি, যেখানে কেবল পুরুষ বা কেবল স্ত্রীলোক থাকবে? সেই পৃথিবীতে কোন রং থাকবে না, কোন বৈচিত্র্য থাকবে না। তাই, আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাদের নর ও নারী করে এই পৃথিবীতে স্থান দিয়েছেন। আমাদের কেউ ছোট বা কেউ বড় নই; আমাদের উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন সম্ভব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ঘরে বা বাইরে বলে আমাদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। নর ও নারী একে অন্যের পরিপূরক। ত্রিত্ব-ঈশ্বরের ৩ ব্যক্তির মধ্যে সহভাগিতার কথা মনে রেখে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ আমরা আমাদের মধ্যে সেই বন্ধুত্ব, বা সহভাগিতা বা ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরকে আরও বেশি উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি।

আদমের যোগ্য সাহায্যকারিণী হিসাবে ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন, কারণ এর দ্বারাই ভালবাসার সঠিক উপলব্ধি সম্ভব। আমরা এমন একজনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার সঙ্গে আমরা সব দিক থেকেই সমান, অথচ সে আমাদের থেকে পৃথক ও রহস্যময়। যার ফলস্বরূপ, আমরা মানিয়ে নেওয়া, নতিস্বীকার ত্যাগস্বীকার উদারতা, বা আস্থাশীলতার শিক্ষার মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ হই এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখতে শিখি। যে ঈশ্বর আমাদের কথা এমনভাবে চিন্তা করেছেন ও আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছেন, তাঁকে কি আমরা বিশ্বাস না করে, ভাল না বেসে থাকতে পারি? ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তাঁর প্রতি বিশ্বাস দিন!